পাঠক ফোরাম

বেতন কাঠামো ও মুদ্রাস্ফীতি

আট বছরের ব্যবধানে নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা নিঃসন্দেহে সুখকর। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির বিবেচনায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা আরো আগেই বাড়ানো উচিত ছিল। পত্রিকা সূত্রে জানা গেছে, তিনবছরে বাস্তবায়নযোগ্য এ নতুন বেতন কাঠামোর জন্য প্রয়োজন হবে অতিরিক্ত ৩ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকা। সরকারকে এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আয় বাড়াতে হবে এবং ব্যয় বিষয়েও বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু আগামীতে যদি নতুন করারোপ বা শুল্ক ও করের হার বাড়ানো হয়, তাহলে তার ফল হবে নেতিবাচক। কেননা ভাতা বাড়ানোর ঘোষণায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির একটি প্রবণতা থাকে। ১৫ লাখ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধিতে যদি জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় তাহলে দুর্ভোগের শিকার হবে সারা দেশের সাধারণ জনগণ। বেতন-ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণায় মুদ্রাস্ফীতি ঘটার কোনো অর্থনৈতিক যুক্তি নেই। বেতন কাঠামো বৃদ্ধির ঘোষণায় সরকারকে জীবনযাত্রার ব্যয়, মুদ্রা ও মুদ্রাস্ফীতির বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তা না হলে দুর্ভোগের শিকার হবো আমরা সাধারণ জনগণ।

সাইদুল ইসলাম
বাসা ১৩, রোড ২, নবোদয় হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

বদলে যাওয়া দিন

আধুনিকতা মানে মুক্তভাবে চিন্তা করা, মুক্ত ধারায় নিজেকে বিকশিত করা, মুক্ত হাওয়ায় পৃথিবীর স্বাদ উপভোগ করা। কিন্তু আমরা কি সত্যিই আধুনিক? নিজের প্রচেষ্টায় আমরা কি পেরেছি সঠিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটাতে পারিনি। আর একারণেই আমরা আজ নামেই আধুনিক। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, মুক্তবাজারের নামে শোষণ, শাসকের নব নব উত্থানে শোষিতের জীবন। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করার অধিকারটুকু হরণ করা হয়েছে। বোধশক্তিকে সুকৌশলে নির্বোধ করা হয়েছে। তাহলে আমাদের আধুনিকতা কোথায়? পোশাক, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সব কিছুতেই পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু আমাদের চিন্তার পরিবর্তনকে সুকৌশলে কলুষিত করা হয়েছে। আজ আধুনিকতার নাকি জয়জয়কার। সত্যিই কি পেরেছি মুক্ত মত প্রকাশ করতে?

আয়শা রহমান
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অনার্স মাস্টার্স কোর্স

নীলফামারী জেলার অন্তর্গত সৈয়দপুর কলেজটি ১৯৫০ সালে স্থাপিত। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সুনামের সঙ্গে কলেজটি তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ কলেজ থেকে, প্রচুর মেধাবী ছাত্রছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করার পর অন্যত্র অনার্স পড়তে যায়। আবার কেউ কেউ ডিগ্রি পাস করার পর অন্য জায়গায় মাস্টার্স কোর্স পড়তে যায়। বর্তমানে সৈয়দপুর উপজেলা এবং আশপাশ এলাকার এক হাজারের ওপর ছাত্রছাত্রী নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে অন্যান্য কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স করছে। অর্থবানরা পারলেও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অন্যত্র গিয়ে অধ্যয়ন করা হয়ে ওঠে না। ফলে, তারা উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সৈয়দপুর কলেজে অনার্স মাস্টার্স কোর্স চালু করা আজ সময়ের দাবি। আশা করি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন।

আবুল হাসান বুলু, হাজিবাড়ী (ওয়াপদা মোড়), বোতলাগাড়ী, সৈয়দপুর, নীলফামারী

ধর্মীয় সন্ত্রাসের শিকার কাদিয়ানিরা

দেশের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা উল্লেখ রয়েছে। কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার অধিকার কারো নেই। কিন্তু এ কথা দেশের কিছু উগ্র ধর্মান্ধ মৌলবাদী মানতে রাজি না। তারা শুধু চায় অরাজকতা। আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করে দেখছি, এ দেশের কিছু মৌলবাদী সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে বারবার দাবি করা হচ্ছে কাদিয়ানিদের অবিলম্বে অ-মুসলিম ঘোষণা করা হোক। এই দাবি নিয়ে তাদের রাজপথ অবরোধ করতে, কাদিয়ানিদের মসজিদে আগুন লাগিয়ে দিতে দেখা যায়। কিছুসংখ্যক হিংস্র উগ্র মোল্লাদের উসকানিতে এদের জানমালের এমনকি তাদের মসজিদের নিরাপত্তা আজ হুমকির সম্মুখীন। সরকার সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করছে। 'তাইফুজে খতমে নবুওয়ত' নামক সংগঠনটি বারবার দাবি করছে, কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। মনে হয় যেন ধর্মটা তারা তৈরি করেছে। যখন যা ইচ্ছে বলতে থাকবে আর সরকার তাই মানবে।

উগ্র ধর্মান্ধ মোল্লারা কাদিয়ানি বিরোধী অনেক কথা বলে। যেমন তারা নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না, নবীকরীম (সাঃ)-কে মানে না ইত্যাদি। আসলে মোটেও তা নয়। উগ্র মোল্লারা মানুষকে মিথ্যা কথা বলে কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে উসকে দিচ্ছে। আসলে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের (কাদিয়ানি) লোকেরা ইসলামের সবকিছু সঠিক নিয়মে পালন করে যাচ্ছে। আর ধর্ম ব্যবসায়ী মোল্লারা তার অপপ্রচার করে চলছে।

মাহমুদ আহমদ সুমন, চকবাজার, চট্টগ্রাম

হৃদয়ে বাংলাদেশ

বড় কষ্ট হয় তখন, যখন আমরা সবাই দেখেও কিছু দেখি না অথবা শুনেও সবকিছু না শোনার ভান করি। আমরা অন্যায়, প্রতারণা করছি আসলে নিজের সঙ্গে। কেউ কি সত্য করে বলতে পারবে যে গত সরকারের সময়ের চেয়ে এখন আমরা ভালো আছি? তখনও কি ভালো ছিলাম? তবুও শুধু আশায় বারবার সরকার বদল করা। আমরা কি আমাদের রাজনীতিবিদদের চরিত্রের কথা জানি না? জানি। তবুও কেন সেসব লোককে কাছে আসতে দেয়া? কেন আমাদের চাওয়া পূরণ হবে না? কেন সবাই স্বপ্ন আবার দেখবে না-একটি সুস্থ, সুন্দর, শ্যামল বাংলাদেশ লাল সবুজের পতাকায়?

মোঃ রাজ্জাকুল হায়দার
১০০, মধ্য পীরেরবাগ (৪র্থ তলা) মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

Kgms¯vb Ges ev¯eZv

অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর মতে দেশে কোনো বেকার সমস্যা নেই (প্রথম আলো, ২৬ এপ্রিল)। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর যুক্তির ভিত্তি হলো, আগে সিলেটে কৃষিকাজের জন্য কিশোরগঞ্জ থেকে শ্রমিক যেত, এখন আর যায় না। এতেই কী পূর্ণ কর্মসংস্থান সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে বেকারের সংখ্যা ৩ কোটি। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার তুলনায় প্রায় ২১ ভাগেরও বেশি। এরপরও কি বলা যায় দেশে বেকার সমস্যা নেই। এখনও দেখা যায় সাধারণ মানের চাকরির জন্য একটি পদের বিপরীতে একশ'জন প্রার্থী। এটি খুব সাধারণ চিত্র। আবার মরুভূমি, সাগর পাড়ি দিয়ে নিঃস্ব হয়ে ফিরছে এ দেশের তরুণরা, সামান্য কাজের জন্যই। দেশে যদি যথার্থ কর্মসংস্থান থাকতো তাহলে কী ভূমধ্যসাগর আর সাহারা ট্রাজেডির মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে?

খোরশেদ আলম
কাসেম টেক্সটাইল, গাজীপুর

পাঠাগারের জন্য বই

মুক্তমন ও মুক্তচিন্তার মানুষ গড়ার দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে তুলেছি 'রেমাশ গ্রন্থ সম্ভার' নামক একটি পাঠাগার। বর্তমানে পাঠাগারে ৮০০টির মতো বই রয়েছে। তাছাড়া বেশ কয়েকটি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা নিয়মিত রাখা হয়। পাঠাগারের সদস্য সংখ্যা ইতিমধ্যে

১৩৫ ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু পাঠকদের চাহিদামতো পর্যাপ্ত বইয়ের যোগান দিতে আমরা অক্ষম। আপনাদের অনেকের ঘরে হয়তো অবহেলায় পড়ে রয়েছে দু-চারটি বই, ম্যাগাজিন, স্মরণিকা, জার্নাল। এগুলো আমাদের পাঠাগারে পাঠিয়ে আপনিও অংশ নিন সামাজিক সংস্কার ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে। আপনাদের কাছে উন্নত জাতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনস্ক ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিনির্মাণের দাবি।

শহীদুল কায়সার লিমন
রেমাশ গ্রন্থ সম্ভার, বড়নল, ভিটিপাড়া, শ্রীপুর, গাজীপুর

প্রশাসনের দুর্নীতি

নতুন পে-স্কেল ঘোষণা করার জন্য সরকারকে অশেষ ধন্যবাদ। আর এরই সঙ্গে দেশের মানুষ অশেষ ধন্যবাদ পাবে যদি তারা দুর্নীতি কমায় এবং প্রশাসনের সেবার মান বৃদ্ধি পায়। এ জন্য নতুন পে-স্কেল ঘোষণার সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি দমনের জন্য নতুন কঠোর আইনও ঘোষণা করতে পারেন। এ আইন এতোই কঠোর হবে যে, বেতন বেশি পেলেও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যাতে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে সাহস না পায়।

কাজী মাহতাব উদ্দিন
উত্তর খামের, কাপাসিয়া, গাজীপুর

জীবনের নিরাপত্তা

সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে র‍্যাব গঠন করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে র‍্যাবের সাফল্য থাকলেও সামগ্রিক অর্থে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো নাজুক- এ কথা বলতে হয় বাধ্য হয়েই। ১৭ মে আদালতে যাওয়ার পথে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক খোরশেদ আলম বাচ্চুকে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। নাগরিক নিরাপত্তা আবারও প্রশ্নের মুখোমুখি। এই ঘটনায় আওয়ামী লীগ হরতাল দিয়েছে। বিএনপিকে অভিযুক্ত করছে। বিএনপি পাল্টা উত্তর দিচ্ছে। ব্যস্, এ পর্যন্তই। হত্যাকান্ড নিয়ে চলছে কাদাছোঁড়াছুঁড়ির রাজনীতি। কিন্তু কিভাবে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে কোনো রাজনৈতিক দলের মধ্যেই স্বচ্ছতা, সদিচ্ছা নেই। এখনো সময় আছে গণতান্ত্রিক দলগুলো ঐকমত্যে পৌঁছে জনগণের পাশে এসে দাঁড়ান। জনগণের অধিকার, বেঁচে থাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।

ইয়াসমিন আক্তার
কাজীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

দেশের ভাবমূর্তি

দেশ ছেড়ে চলে এলেও নিয়মিত দেশের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। আমি বা আমার মতো এ রকম অনেকেরই ইচ্ছা যে একটা সময়ে দেশে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করব। কিন্তু যখন বাংলাদেশে ফিরে আসার সুযোগ হবে তখন কি আমাদের মতো লোকদের দেশে বাস করার মতো পরিবেশ থাকবে? পরস্পর হিংসা, হানাহানি, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, জনসংখ্যাধিক্যের কারণে সব রকম ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার উপক্রম। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সরকার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সমাজের উচ্চবিত্তের সঙ্গে সাধারণ জনগণের ক্রমবর্ধমান দূরত্ব সৃষ্টি সমাজকে অস্থির করে তুলছে। জঙ্গি উত্থান যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে তাতে কি আমরা বাংলাদেশে নির্বিঘ্নে খাপ খাইয়ে নিতে পারব? ফারইস্ট ইকোনমিক রিভিউ, নিউইয়র্ক টাইম্‌সে বাংলাদেশে মৌলবাদ বিষয়ক প্রতিবেদনটি সামান্য হলেও আমাদের ভাবিয়ে তোলে। রাষ্ট্রের অনেক সম্পদ আছে যা সাধারণ জনগণ ভোগ তো দূরের কথা, এর অস্তিত্বের খবর জানারও অধিকারী হয় না। দেশের পরিবেশ, ভাবমূর্তি ইতিবাচক অবস্থানে নিয়ে আসতে হবে নিজেদের প্রয়োজনেই।

Al Mamun
Via-porta Pile-21
25100 Brescia, Italy

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

কনসার্ট প্রতারণা

একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য অর্থনীতি আর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই যথেষ্ট। বাংলাদেশকে এভাবেই শেষ করে দিচ্ছে অনেক দেশ। এ ক্ষেত্রে বন্ধু ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ভূমিকাই বেশি। এ কাজে সহযোগিতা করছে দেশেরই কিছু মানুষ। বিশেষ করে মিডিয়া আর সংস্কৃতি জগতের লোকজন। ব্যবসায়ীরা তো আছেনই। কারণ তাদের ধর্ম হলো মুনাফা করা, নীতি-আদর্শ বড় ব্যাপার নয়। ভারতীয় হিন্দি সংস্কৃতি নিয়ে আমরা যেভাবে বাড়াবাড়ি করছি তা নির্লজ্জতার পর্যায়ে গেছে। হিন্দি সিরিয়াল নিয়ে ঘরে ঘরে মানসিক বিবাদ শুরু হয়েছে। সব আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাপ্তাহিক-২০০০-এর ভূমিকা উজ্জ্বল। 'কনসার্টের নামে অর্থ পাচার' শীর্ষক লেখাটি সেই ধারারই উদাহরণ। অন্তত শো-বিজসহ কয়েকটি ভূঁইফোঁড় সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে কনসার্টের নামে ব্যবসা করে যাচ্ছে। পৃষ্ঠপোষকতা করছে বিজাতীয় সংস্কৃতিকে। কে এই স্বপন চৌধুরী? দেশের একজন নাগরিক হিসেবে জানতে চাই, কনসার্টের টাকা-পয়সা নিয়ে কোথায়, কোন খাতে তিনি ব্যয় করেন? স্বপন চৌধুরী ও তার অন্তর শো-বিজ সম্পর্কে গোয়েন্দা দপ্তরের তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।

মমিন মালিক, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯, nirjonm@yahoo.com

দৃষ্টি আকর্ষণ

মোবাইল নেটওয়ার্ক

শত ব্যস্ততার পরেও ইচ্ছে করে দেশে রেখে আশা প্রিয়জনদের সুখ-দুঃখের খবর নিতে। তাই যোগাযোগের সহজ মাধ্যম টেলিফোনের সাহায্য নিই। কিন্তু দেশে ফোনলাইন পেতে এতোই সমস্যা, যেটা বিশ্বের অন্য কোনো দেশের ক্ষেত্রে নেই। দেশে ফোন করলে ইনফরমেশন টোনে প্রায়ই শোনতে পাই কিছু কথা যেটা নিতান্তই অবান্তর। যেমন- ১. দুঃখিত এটি কোনো গ্রাহকের নাম্বার নয়, অনুগ্রহ করে অনুসন্ধানের সাহায্য নিন। ২. আপনার ডায়ালকৃত নাম্বারটি সঠিক নয়। ৩. বকেয়া বিলের জন্য লাইনটি বিচ্ছিন্ন আছে। (অথচ আমি প্রিপেইড নাম্বারে ডায়াল করেছি) ৪. দুঃখিত আপনার ডায়ালকৃত নাম্বারটিতে এ মুহূর্তে সংযোগ দেয়া সম্ভব নয়। আবার মাঝেমধ্যে মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে ওঠে Network busy, not allowed. একাধারে কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর লাইন পাই। কখনো আবার হঠাৎ করে লাইন কেটে যায়। শত সমস্যার পরেও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ। কারণ আজ সমাজের সাধারণ পরিবারগুলোও কম খরচে মোবাইল বা টিএনটি লাইন ব্যবহার করছে, যা ১০ বছর আগে মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্যও খুব কঠিন ছিল। যদিও বিশ্বের সঙ্গে তুলনা করলে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে এবং নেটওয়ার্ক অত্যন্ত দুর্বল। বাংলাদেশ সরকার এবং টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কাছে আমার অনুরোধ, বাংলাদেশের দুর্বল নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করুন, যাতে প্রবাসীদের টেলিফোনে লাইন পেতে দীর্ঘ সময় অপচয় করতে না হয়।

Jahangir Alam Jahid, ACP metal finishing, singagpore

রাজনৈতিক সমীকরণ

বঙ্গবন্ধুত্তোর আওয়ামী লীগ বাঙালি আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে শুধু বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনিয়েই সফল হতে গিয়ে রাজনীতির মাঠে ব্যর্থ হয়েছে। এ সুযোগটিই নিয়েছে জামায়াতচক্র। আওয়ামী লীগ এককভাবে নিজেদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সোল এজেন্ট বলে প্রচার করে এসেছে। আওয়ামী লীগ হয়তো বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে রাজনীতি করতে পারছে না বলেই স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বাঙালিত্বকে ছাড়তে পারছে না। নয়তো বিএনপি ও আওয়ামী লীগে তেমন কোনো আদর্শগত পার্থক্য চোখে পড়ে না। '৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে জামায়াতকে অঘোষিত মিত্র বানিয়েছিল তা সবার জানা। বর্তমানে দেশে জামায়াত-বিএনপি অবিচ্ছেদ্য মিত্র হয়ে গেছে। দেশ আজ বাঙালি জাতিসত্তাবিরোধী মৌলবাদী রাজনীতি দিয়ে ভয়ানকভাবে আক্রান্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মৌলবাদীরা আওয়ামী লীগকে আর ছাড় দিচ্ছে না। একের পর এক বিদ্যমান নেতার মৃত্যুতে আওয়ামী লীগ আজ গতিহারা। দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে '৭১-এর চেতনায় উজ্জীবিত সব দলের একমঞ্চে আসা ভিন্ন আমাদের বাঙালিত্ব আবার বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। আওয়ামী লীগের অস্তিত্বও আজ এমনিতেই হুমকির সম্মুখীন। এ অবস্থায় আমরা চাইবো আওয়ামী লীগ তাদের সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ ভুলে একাত্তরের চেতনায় উদ্বুদ্ধ সবাইকে নিয়েই আগামী দিনগুলোতে অগ্রসর হবে।

আনিসউল হক, নীলাফামারী, ই-মেইল: ashurkhai@cell email. Net